দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 7.12.77 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ... ...

128

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

দিপুর মহকুমার দশটি গ্রামে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ওই গ্রামগুলির পাঁচ থেকে দশ বছর বয়স্ক শিশু-কিশোরদের স্কুলে ভর্তি করা হবে, তাদের বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হবে বই, কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি শিক্ষা সরঞ্জাম। এমনকি, তাদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল অভিভাবকদেরও দেয়া হবে আর্থিক সাহায্য। তিন বছর মেয়াদী এই প্রকল্প সাফল্যমন্ডিত হলে জাতীয় ভিত্তিতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। এই পদক্ষেপ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক বিস্তার ও বঞ্চিত উন্নয়নের সম্ভাবনা অভিভাসিত— প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং দেশের সকল শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টিতে তা বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলেই আশা করা যায়। সুতরাং এই প্রকল্প সাফল্যমন্ডিত করে তোলাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র তেমন উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ নয়। শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন অপ্রতুল, তেমনি কম স্কুলের ছাত্র সংখ্যাও। বাস্তব কারণেই এখনও প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়নি। ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা গেছে যে, স্কুলের সংখ্যাল্পতা, আর্থিক অসচ্ছলতা এবং অভিভাবকদের সহযোগিতার অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বয়সের শিশুদের প্রায় একচল্লিশ শতাংশ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যে উনষাট শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়, তাদেরও বেশির ভাগই প্রাথমিক পর্যায়েই স্কুল ত্যাগ করে। অথচ আমাদের দরকার শিক্ষা হারের দ্রুত বৃদ্ধি, সুষ্ঠু শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা। কেননা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী শিক্ষার প্রসার একান্ত অপরিহার্য ও জরুরী। শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষার মানোন্নয়ন সুষ্ঠু সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন, মক্তবসমূহ স্কুলে এবং পরীক্ষামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প এ সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে এই সব উদ্যোগ যে অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আরও হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনের অনুপাতে এসব উদ্যোগ আয়োজন যথেষ্ট অপ্রতুল। আসলে প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোরই আমূল পরিবর্তন দরকার এবং সুষ্ঠু, বাস্তব-ভিত্তিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। সারা দেশে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই সেই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। একসঙ্গে সম্ভব না হলে, পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে সেই কর্মসূচী। পরীক্ষামূলক স্কীম ও বিক্ষিপ্ত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও বলা যায়, সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ সবদিক দিয়েই কল্যাণকর। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন যখন অপরিহার্য তখন সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই উদ্যোগী হওয়া দরকার এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করা আবশ্যক। তাতে অযথা কালক্ষেপণ ও অর্থের অপচয় বন্ধ হবে বলেই আমাদের ধারণা।

শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সারা দেশে একই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে কিছুসংখ্যক শিশু কিন্ডারগার্টেনে, কিছু মক্তবে এবং বাকিরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে। এই অবস্থা কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় স্বার্থের পক্ষেও ক্ষতিকর বলে আমরা মনে করি। সকল শিশু-কিশোরকে একই ধরনের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা যাতে দেয়া যায়, সবারই প্রতিভা বিকাশের যাতে সুযোগ ঘটে, তার সমান সুব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। পাঠ্য বই এর অভাব এবং দুর্মূল্যের দরুন যাতে শিশুদের লেখাপড়া বন্ধ বা বিঘ্নিত না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকল মহল উদ্যোগী ও সচেষ্ট হবেন এটাই আমরা আশা করি।